দৈনিক ইনকিলাব

047

30 JAN 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

যথাসময়ে নির্ধারিত কোর্স শেষ না হওয়ায় দেশের ৪টি মেডিকেল কলেজে সেশন জট

॥ মিটফোর্ড রিপোর্টার ॥

নির্ধারিত কোর্স ও প্রফেশনাল পরীক্ষা যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় দেশের ৪টি মেডিকেল কলেজে সেশন জট সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি মেডিকেল কলেজে ৫টি ব্যাচের পরিবর্তে বর্তমানে রয়েছে ৬টি ব্যাচ। আগামী ২২শে জানুয়ারী আরো একটি নতুন ব্যাচের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মেডিকেল কলেজগুলো হলো : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ঢাকা মেডিকেল, স্যার সলিমুল্লাহ, ময়মনসিংহ ও শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ (বরিশাল)।

উল্লেখ্য, দেশের আটটি মেডিকেল কলেজের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বৃটিশ মেডিকেল কাউন্সিলের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

পিজি ও এই ৪টি মেডিকেল কলেজের সমাপনী ও ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ধারিত কোর্স সম্পন্ন করতে এক বছর অতিরিক্ত সময় লাগছে। ইতিমধ্যে তারা ৯ মাস পিছিয়ে ছিল। গতকাল চিকিৎসা অনুষদের এক সভায় সমাপনী ও তৃতীয় প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষা আরো তিনি মাস পিছিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মেডিকেল কলেজসমূহের সমাপনী ও চতুর্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা একই শিক্ষা বর্ষের রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ অপর ৪টি মেডিকেল কলেজের সংশ্লিষ্ট কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে যথাক্রমে এক বছর ও তিন মাস পিছিয়ে আছে।

'৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে যে সব ছাত্র-ছাত্রী ৮টি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রাজশাহী ও রংপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা '৮৭-র মে মাসে সমাপনী প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষা দিয়েছে এবং যারা পাস করেছে তারা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে ইন্টার্নীশীপ করছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ চট্টগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাপনী প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষা চলতি মাসেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন ধরে আভ্যন্তরীণ কারণে কলেজসমূহে ক্লাস না হওয়ায় সম্প্রতি ৪টি মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন অধ্যাপক আব্দুস সালামের কাছে পরীক্ষা পিছানোর দাবী জানায়। প্রায় সাড়ে ৪শ' ছাত্র-ছাত্রীর স্বাক্ষর সম্বলিত পৃথক ৪টি আবেদনপত্র ডীনের কাছে পেশ করে। পৃথক পৃথক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন ঢাকা মেডিকেল, স্যার সলিমুল্লাহ, ময়মনসিংহ ও শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ (বরিশাল) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। অপরদিকে পূর্ব ঘোষিত তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরাও ডীনের কাছে দাবী জানিয়েছিল।

উল্লেখ্য, আগামী ৩১শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ নিয়মিত ব্যাচের বিভিন্ন প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

গত সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের পরীক্ষা পূর্ব ঘোষিত তারিখ (৩১শে জানুয়ারী)-এ অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী ৩১শে জানুয়ারীতে প্রফেশনাল পরীক্ষা দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পিজিসহ বাকী ৪টি মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার ফরম পূরণ করে পরীক্ষার ফি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে জমাও দিয়েছিল। তারপর থেকে শুরু হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা পিছানোর দাবী। অপরদিকে পরীক্ষা দেয়ারও দাবী জানায় অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী।

বর্তমানে মেডিকেল কলেজসমূহে প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষা বছরে ১লা জানুয়ারী, ২রা মে ও ১লা সেপ্টেম্বর মাসে এই তিনবার অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু মেডিকেল কলেজসমূহ অনির্দিষ্টকালীন বন্ধ থাকা অবস্থায় ডীন প্রফেশনাল পরীক্ষা ১লা জানুয়ারীর পরিবর্তে ৩১শে জানুয়ারী ঘোষণা করে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর মেডিকেল কলেজসমূহ ২রা জানুয়ারীতে খোলা হয়েছে।

সেশন জট সৃষ্টি হওয়ায় মেডিকেল কলেজসমূহে দেখা দিয়েছে নানাবিধ সমস্যা। হোস্টেলে সিট সংকট, লাইব্রেরীতে বই সংকট ক্লাসের সমস্যা প্রভৃতি।

এদিকে সমাপনী ও তৃতীয় প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ৪টি মেডিকেল কলেজে যে সব ছাত্র-ছাত্রী '৮২-৮৩ ও '৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে ব্যবধান এক বছরের পরিবর্তে মাত্র ৪ মাস হচ্ছে।